দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

০৩

শিক্ষাঙ্গন

মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা প্রসঙ্গে

বিজ্ঞ ও শিক্ষাসচেতন অভিভাবকমহলের মতে ১৯৯৪-তে যারা নিয়মিত এইচএসসি পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দিয়েছে, তারা যেহেতু এসএসসিতে সীমিত বৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পড়ে পরীক্ষায় অধিক নম্বর পেয়েছে। ফলে তাদের জ্ঞানের পরিধি তেমন বৃদ্ধি পায়নি।

এতকিছুর পরেও গত ২৯ অক্টোবর প্রকাশিত খবরে এক ভাই লিখেছেন, এইচএসসিতে ৬০০ নম্বর পাওয়াই মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ন্যূনতম যোগ্যতা হওয়া উচিত। সীমিত অবজেকটিভ প্রশ্ন পড়ে পরীক্ষা দেয়ার কারণে পরীক্ষার্থীরা অধিক নম্বর পেয়েছে।

এটা সম্পূর্ণ সত্য। তাই বলে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হলে এইচএসসিতে ৬০০ নম্বর অবশ্যই থাকতে হবে, এটার কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ প্রতিবছর দেখা যায়, মেডিকেল ও ডাসিটি ভর্তি পরীক্ষায় এইচএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্ত অনেক ছাত্র-ছাত্রী চান্স পেয়ে যাচ্ছে। তাই সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ঝুঁয় ভেঙে না দিয়ে সবকিছু বিবেচনা করে ভর্তী পরীক্ষার ন্যূনতম যোগ্যতা ১২৫০ নম্বর হওয়াই সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে সকলের বিশ্বাস।

—মোঃ নজরুল ইসলাম,
বিএম কলেজ, বরিশাল।

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় চাই

বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে। শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা মেয়েদেরকে বেশী প্রদান করা হয়েছে। এটা আমাদেরকে আনন্দিত ও আশান্বিত করেছে। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে সরকারের এ পদক্ষেপ আরো অধিক গুরুত্ববহ। কারণ আজকের ছাত্রীরাই আগামী দিনে মা হবে। যদি মা আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হন, তাহলে শিশুটি তার প্রভাবে প্রভাবিত হবে এবং ভবিষ্যতে তার নৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও উচ্চ শিক্ষার জন্য এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান নেই। বর্তমানের এই বিশৃংখল সামাজিক জীবনে সহশিক্ষা অপরাধ সংঘটনের অন্যতম কারণ। কিছু দিন আগে ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ব্যাপারে জল্পনা-কল্পনা শুনা যাচ্ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিষয়টি স্থবির হয়ে গিয়েছে। অতএব, অবিলম্বে একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ করছি।

—শারমিন সুলতানা,
কমলাপুর, ঢাকা।

প্রসঙ্গ ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস

বেশ কিছু দিন হলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস প্রকাশিত হয়েছে। বিকম মার্কেটিং-এর সিলেবাস ও রেফারেন্স বই প্রসংগে দু'একটি বিষয় অবতারণা না করে পারছি না। সিলেবাসের বিষয়বস্তুতে ডুপ্লিকেশন প্রসংগে বলতে হয় মার্কেটিং বিষয়ের প্রথম পত্রের সাথে দ্বিতীয় পত্রের অনেক ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। অবশ্য এতে আমরাই উপকৃত হই। তবে সবচেয়ে ভয়ানক দিক হচ্ছে— মার্কেটিং বিষয়ের বিভিন্ন পত্রের রেফারেন্স বই প্রসংগে আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা রেফারেন্স বইয়ের উপরই বেশী নির্ভর করে থাকি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, এমন কিছু বই মার্কেটিং বিষয়ের বিভিন্ন পত্রে রেফারেন্স হিসাবে দেয়া হয়েছে সিলেবাসের সাথে বিন্দুমাতর যার মিল নেই। জানি না, যিনি সিলেবাস প্রণয়নে যুক্ত ছিলেন তার কোন বই রয়েছে কি-না। যা চালানোর জন্য এহেন কর্ম করেছেন। তাছাড়া সিলেবাস প্রণেতাগণ সুকৌশলে দু'একটি বইয়ের সাথে এমন সব বইয়ের নামও উল্লেখ করেছেন যাতে করে পরোক্ষভাবে ঐ দু'একটি বই-ই আমরা পড়তে ও কিনতে বাধ্য হই।

ডিগ্রী অর্জন যদি সার্টিফিকেট সর্বস্ব হয় তাহলে আমাদের কিছু বলার নেই। তবে যদি জ্ঞান ও মেধা চর্চার কথায় আসি তবে রেফারেন্স বই রেফারেন্স তুল্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাতীয় পর্যায়ে জ্ঞান চর্চায় অবক্ষয় ঘটলেও সবাই গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়া কখনই কাংখিত নয়। যারা এহেন কাজটি করেছেন তারা নিজেদের স্বার্থের কথাই ভেবেছেন। জাতি কিংবা শিক্ষার বিষয়টি একটুকুও তলিয়ে দেখেননি। সুতরাং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর নিকট নিবেদন এই যে, আগামী প্রজন্ম তথা ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে সিলেবাস ও রেফারেন্স বইয়ের নাম বাস্তবসম্মত করা হোক।

মতিয়ুর হাবিবুর, দর্শন,
তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা।